51

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭ ......

দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় আড়ানী মডেল স্কুল

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহীর বাঘা থানার আড়ানী মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয় ১৯৯৮ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে দেশের শ্রেষ্ঠ প্রাইমারী বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আড়ানী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত ইহার সুনাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীও বৃদ্ধি পায় আশাতীতভাবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ইহার শিক্ষক-শিক্ষিকীমন্ডলী বিদ্যালয়ের সুনাম ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হন। ১৯৯৪ সালে ইহা মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয় হিসাবে ঘোষিত হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৯০৩। শিক্ষক ৬ জন এবং শিক্ষিকা ৪ জন। স্কুল বসে ২ শিফটে। আড়ানী মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা রাখিয়াই বোঝা যায় সত্যি বিদ্যালয়টি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও কোন আবর্জনা নাই। গাছের ঝরা পাতাও চোখে পড়ে না। স্থানে স্থানে পাতাবাহারের গাছ। সুন্দরভাবে ছাঁটা। স্কুলের গেটে উদাত্ত আহবান-শেখার জন্য এসো।

আড়ানী মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অসংখ্য গাছ লাগানো হইয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে সিমেন্টের বেদী। এখানে বসিয়া ক্লাস নেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সামান্য দূরে একটি নাতিদীর্ঘ সিমেন্টের মঞ্চ। এখানে আধঘন্টার মধ্যে যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যান্ডপার্টি আছে। আছে কাব ও হলদে পাখীর দল। আটাইশ বছর হইল এই বিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক। তাঁহার ব্যক্তিগত আগ্রহে প্রাইমারী বিদ্যালয়টি সুনাম অর্জন করিয়াছে। তিনি জানান, তাহাদের প্রাইমারী বিদ্যালয়ের কক্ষের নাম পাখী ও ফুলের নামে। স্কুলে সকলে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শেখান বলিয়াই ঝরিয়া পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্য কম। প্রধান শিক্ষক জানান, ১৯২২ সালে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের পর ইহার অনেক সম্প্রসারণ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন বিদ্যালয় গৃহটি এখনও চেয়ারবেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রসহ সংরক্ষণ করা হইতেছে।

আড়ানী মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাটির উপর বাংলাদেশের একটি বিরাট মানচিত্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তাহাতে আছে ছয়টি বিভাগ, বড় বড় শহর ও নদ-নদী। বিদ্যালয়ে আছে একটি উপকরণ কক্ষ। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী পাঠদানের বিভিন্ন উপকরণ সংরক্ষণ করা হইতেছে। এই উপকরণ লইয়া বিদ্যালয়টি বহু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করিয়াছে।

আড়ানী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে একটি সমবায় দোকান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই এই দোকানের ক্রেতা। আড়ানী মডেল প্রাইমারী বিদ্যালয়ে বৃত্তি পরীক্ষার ফল বরাবরই ভাল। প্রতিবার এই বিদ্যালয় হইতে একটি ট্যালেন্ট ও দুইটি জেনারেল পুলে বৃত্তি পাইবেই। এই জন্য বিশেষ যত্ন নেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ এই প্রাইমারী বিদ্যালয়ে সবই আছে। কেবল নাই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষক কম বলিয়া এখানে দুই শিফট চালু করা হইয়াছে। কিন্তু দুই শিফট চালান একই শিক্ষক-শিক্ষিকারা।